যুগান্তর

তারিখ 24 JAN 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

> ছাত্রলীগকে সামলানোর দায়িত্ব যদি প্রধানমন্ত্রী বা ছাত্রলীগের পিতৃসংগঠন আওয়ামী লীগ কিংবা সরকারের হয়ে থাকে, তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের দ্বারা বারবার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটলেও কেন তাদের সামলানো হচ্ছে না? কেন তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না? এ ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তাব্যক্তিরাই বা কী ভূমিকা পালন করছেন?

ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু

ছাত্রলীগকে আর কবে সামলাবে সরকার?

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ পর্যন্ত দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ধারাবাহিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে দেশের জনগণ আজ রীতিমতো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সর্বশেষ রূপ দেখা গেল ১৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওইদিন ছাত্রলীগের দু'পক্ষের সংঘর্ষে এক শিশু নিহত হওয়াসহ আহত হন অর্ধ শতাধিক। শিশু নিহত হওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় শেষ পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়। শুধু বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে 'ছাত্রলীগ' নামধারী সন্ত্রাসীরা অব্যাহতভাবে শুরু করে হত্যা, হামলা, ভাংচুর, দখলদারিত্ব, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, আধিপত্য বিস্তারসহ নানা ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। অতি সম্প্রতি রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ওপর হামলা চালানোর মাধ্যমে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাদের অপকর্মের তালিকাটি আরও দীর্ঘ করল।

ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক মেধাবী ছাত্রের প্রাণ হারানো, আহত হওয়া, পঙ্গুত্ববরণ করাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ বিনষ্ট করার খবরগুলো আজ আর কারও অজানা নয়। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করেও ছাত্রলীগ নামধারী এসব সন্ত্রাসী বারবার রেহাই পেয়ে যাচ্ছে এবং নানা ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে। এসব ঘটনার ফলে একদিকে যেমন দেশ-জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে, তেমনি শিক্ষাঙ্গনগুলোতে বারবার মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে লেখাপড়ার সুষ্ঠু-স্বাভাবিক পরিবেশ। সৃষ্টি হচ্ছে সেশনজট। ফলে শিক্ষার্থীদের পেছনে তাদের অভিভাবকদের ব্যয় করতে হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা।

প্রশ্ন হচ্ছে, ছাত্রলীগ কি অপ্রতিরোধ্য? ছাত্রলীগকে কি সামলানো সম্ভব নয়? যদি ছাত্রলীগকে সামলানো সম্ভব হয়, তাহলে সে দায়িত্ব কার? সরকারের নাকি অন্য কারও? ছাত্রলীগকে সামলানোর দায়িত্ব যদি প্রধানমন্ত্রী, বা ছাত্রলীগের পিতৃসংগঠন আওয়ামী লীগ, কিংবা সরকারের হয়ে থাকে, তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের দ্বারা বারবার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটলেও কেন তাদের সামলানো হচ্ছে না? কেন তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না? এ ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তাব্যক্তিরাই বা কী ভূমিকা পালন করছেন? ইতিপূর্বে ছাত্রলীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'ছাত্রদল ও শিবিরের নেতাকর্মীরা ছাত্রলীগে ঢুকে পড়েছে।' প্রধানমন্ত্রীর এ কথা যদি সত্য হয়, তবে তা হবে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা বাঁধারই নামান্তর। এখন ঘোগকে তাড়াতে নিশ্চয় বাঘকেই এগিয়ে আসতে হবে— তাই নয় কি?

ছাত্রলীগের কর্মী বা সমর্থক হওয়ার ক্ষেত্রে ছাত্রলীগে প্রবেশের পথ যে অতিমাত্রায় উন্মুক্ত রয়েছে, তা প্রধানমন্ত্রীর ওই বক্তব্যের মাধ্যমেই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। কারণ কেউ একটি সংগঠনের কর্মী কিংবা সমর্থক হতে চাইলে তাকে ভালোভাবে যাচাই-বাছাই না করে এবং ভালোভাবে খোঁজখবর না নিয়েই যদি তার জন্য ছাত্রলীগের কর্মী কিংবা সমর্থক হওয়ার পথ উন্মুক্ত করে রাখা হয়, তবে এ ধরনের ঘটনা ঘটা খুবই স্বাভাবিক। ছাত্রলীগের কর্মী কিংবা সমর্থক হওয়ার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির পরিবর্তন করা না হলে ছাত্রলীগের মধ্যে ছাত্রদল ও শিবিরের অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটতেই থাকবে। আর এর ফলাফল কী ভয়াবহ হয় বা হতে পারে, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগের নেতাদের উচিত হবে ছাত্রলীগের মধ্যে ইতিমধ্যে প্রবেশকারী ছাত্রদল ও শিবিরের চরদের শনাক্ত করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে যেন কোনভাবেই ছাত্রলীগের মধ্যে ছাত্রদল ও শিবিরের এ ধরনের চর প্রবেশ করতে না পারে, সে বিষয়টি সুনিশ্চিত করে ছাত্রলীগকে ঢেলে সাজানো।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে কেউ রেহাই পাবে না। আবার স্থানীয় সরকারমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামও বলেছিলেন, 'ছাত্র রাজনীতির নামে গুণ্ডামি বন্ধ করতে হবে। এসব বন্ধ না করলে তিনি যে-ই হোন না কেন, তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।' কিন্তু এর ফলাফল যে শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে বা কী হচ্ছে, বাস্তব অবস্থা দেখে সহজেই তা অনুমেয়। একেই বুঝি বলে, কথায় শুধু, চিঁড়া ভেজে না। এক্ষেত্রে সরকারের কথা ও কাজের মধ্যে যদি মিল না থাকে, তবে তা হবে জনগণের সঙ্গে এক ধরনের প্রতারণা। জনগণও যে এক্ষেত্রে শুধু আয়েমপিরির মতো কাজ করতে যথেষ্ট সক্ষম, তা গত নির্বাচনের ফলাফলই প্রমাণ করে। সরকারের উচিত বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণে রাখা।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে জ্ঞানের আধার। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান-গবেষণা চর্চা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ব্যস্ত থাকার কথা। পাশাপাশি মেধাভিত্তিক ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে তাদের দেশ গঠন, জাতি ও সমাজ গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার কথা। অতীতের ছাত্র রাজনীতির দিকে দৃষ্টিপাত করলে এমনই সব ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান ছাত্র রাজনীতির দিকে তাকালে দেখা যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। ছাত্র রাজনীতি করে যাদের দেশ ও জাতি গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার কথা, আজ তারাই হত্যা, হামলা, ভাংচুর, হল দখল, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, আধিপত্য বিস্তারসহ নানা ধরনের অপতৎপরতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। এর ফলে একদিকে যেমন তাদের মধ্য থেকে দেশ ও জাতি গঠনের জন্য যোগ্য ও উপযুক্ত নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে না, তেমনি এসব ঘটনার ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

সব রাজনৈতিক দলেরই একটি বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে মনে রাখা দরকার। কোন রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটালে সেই সংগঠনের ভাবমূর্তি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। তাছাড়া পরবর্তী সময়ে সরকার গঠনে বা নির্বাচনে ওই রাজনৈতিক দলের ওপর এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সরকারি রাজনৈতিক দলসহ দেশের সব রাজনৈতিক সংগঠনেরই উচিত হবে দেশ-জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে যে কোন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধ করা। আর এ ব্যাপারে যদি বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন সম্মিলিতভাবে ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, তবে তা হবে সবার জন্যই মঙ্গলজনক। বর্তমান সরকারসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সম্মিলিতভাবে ছাত্র রাজনীতির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেবে— এমনটাই সবার প্রত্যাশা।

ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু : বিভাগীয় প্রধান, আইন বিভাগ, ইউআইটিএস; অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সদস্য
kekbabu@yahoo.com